প্রথম আলো

তারিখ ... 31 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

কলেজের পেটে ঢুকে গেছে স্কুল

পুরান ঢাকার ইসলামিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়

মোশতাক আহমেদ ●

বিদ্যালয়টিতে প্রবেশের জন্য ফটকের কাছে যেতেই আটকে যেতে হলো। কারণ কলেজের পরীক্ষার জন্য সেটি বন্ধ রাখা হয়েছে। অথচ এই ফটকটি বিদ্যালয়ে প্রবেশের মূল পথ। এরপর দারোয়ানকে পরিচয় দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখা যায় কলেজের মাঠের এক কোনায় কয়েকটি শ্রেণিকক্ষে ক্লাস করছে কয়েকজন শিশু-কিশোর।

যে ভবনের নিচতলায় শ্রেণিকক্ষগুলো অবস্থিত সেটিও অনেকটা জীর্ণ হয়ে গেছে। শ্রেণিকক্ষগুলোতে আলো-বাতাস প্রবেশের সুযোগও কম। মূল ফটকটি বন্ধ থাকায় পেছনের একটি ছোট ফটক দিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতায়াত করছে।

এটি পুরান ঢাকার ইসলামিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের চিত্র। ২৪ আগস্ট সরেজমিন এসব চিত্র দেখার পাশাপাশি জানা গেল একসময় ঐতিহ্য ছিল বিদ্যালয়টির। পড়াশোনার দিক দিয়েই সুনাম ছিল। কিন্তু এখন ঐতিহ্য ও সুনাম সবই হারাতে বসেছে। একসময় যে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিতে কবি নজরুল সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই কলেজের কারণেই এখন বিদ্যালয়টি অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। এখন বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যেমন কমছে, তেমনি পরীক্ষার ফলও খারাপ হচ্ছে।

সারা দেশে যেখানে জিপিএ-৫-এর ছড়াছড়ি সেখানে গত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মাত্র ছয়জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিল। পরীক্ষা দিয়েছিল ৬১ জন। অথচ আগের বছরও এই বিদ্যালয় থেকে নয়জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিল। তখন শিক্ষার্থীও সাতজন বেশি ছিল।

এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পায় মাত্র নয়জন, গত বছরও ওই পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১৭ জন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছা. সাহিনা আক্তার বলেন, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি শেষে অনেক শিক্ষার্থীই এখান থেকে অন্য বিদ্যালয়ে চলে যায়। তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থী ৫২৪ জন। আরেকজন শিক্ষক ও একাধিক অভিভাবক বলেন, আলাদা প্রাচীর দিয়ে পেছনে ফটক না করে দিলে বিদ্যালয়টি টিকে থাকাই কঠিন হবে।

পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত বিদ্যালয়টির ইতিহাস বেশ পুরোনো। দানবীর হাজী মোহাম্মদ মুহসীনের দেওয়া অর্থে ১৮৭৪ সালে বিদ্যাপীঠটি প্রথমে 'ঢাকা মাদ্রাসা' নামে গড়ে ওঠে। ১৯১৫ সালে সেটি 'হাই মাদ্রাসায়' রূপান্তর করা হয়। পরে বিশেষ অবদানের জন্য সরকার একে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত করে এর নাম দেয় 'ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ'। ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠানের মাদ্রাসা বিভাগ হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। ১৯৬৭ সালে স্কুলটির 'ইসলামিয়া গভর্নমেন্ট হাইস্কুল' নামকরণ হয়। ১৯৭২ সালে কলেজটির নামকরণ করা হয় কবি নজরুল সরকারি কলেজ। বাস্তবে এখন এই কলেজের 'পেটে'র মধ্যে ঢুকে গেছে বিদ্যালয়টি। কলেজটি অতিমাত্রায় ছাত্ররাজনীতিপ্রবণ হওয়ায় প্রায়ই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়।